যুগান্তর

তারিখ 13 AUG 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি পদ্ধতি পরিবর্তন

এসএসসি-এইচএসসির জিপিএ মেধাক্রমানুসারে ভর্তি করা হবে

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

তিন দশক পর দেশের সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল এবং ডেন্টাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। গত বছর পর্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হলেও চলতি বছর থেকে আর ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। এবার থেকে সম্পূর্ণ মেধাতালিকার ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় জিপিএ-৮ প্রাপ্ত সব ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। পরীক্ষা না হলেও আগের মতো এসএসসিতে প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা ৪০ ভাগ ও এইচএসসিতে প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা ৬০ ভাগের ভিত্তিতে মেধাতালিকা প্রণীত হবে। শহরে মেধাবী ও জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় জেলা পর্যায়ের অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী শিক্ষার্থীদের আনুপাতিক হারে ভর্তির সুযোগ করে দিতে 'জেলা কোটা' সংরক্ষণ করে চূড়ান্ত ফল তৈরি করা হবে। সর্বশেষ ১৯৮০ সালের আগ পর্যন্ত পর পর তিন বছর সরাসরি শিক্ষার্থী ভর্তি করা হতো বলে জানা গেছে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজে বিদেশী শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা জিপিএ-৮ থেকে হ্রাস করে জিপিএ-৭ করা হয়েছে। গত বছর পর্যন্ত মোট আসন সংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ ভর্তির সুযোগ থাকলেও চলতি বছর শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি করে শতকরা ৩০ ভাগ করা হয়েছে। বিদেশী শিক্ষার্থীদের ভর্তির সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বর্তমানে দেশের ৯৬টি সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ/ইউনিটে মোট আসন সংখ্যা ৮ হাজার ৫১৪টি। সরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ৩ হাজার ৩৮৯টি ও বেসরকারিতে ৫ হাজার ১২৫ আসন রয়েছে। তন্মধ্যে সরকারি ২২ মেডিকেল কলেজে আসন সংখ্যা ২ হাজার ৮১১. সরকারি ১টি ডেন্টাল কলেজ ও ৯টি ডেন্টাল ইউনিট ১০টিতে আসন সংখ্যা ৫৭৮টি। বেসরকারি ৫২ মেডিকেল কলেজে ৪ হাজার ২৭৫টি ও ১২ ডেন্টাল কলেজে সাড়ে ৮০০ আসন রয়েছে। রোববার স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের এক বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী চলা বৈঠকে পরিবর্তিত পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কবে থেকে আবেদনপত্র ছাড়া হবে, কিভাবে ফল মূল্যায়ন হবে— এ ব্যাপারে বিস্তারিত সিদ্ধান্ত নিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের (অতিরিক্ত সচিব) আবদুল মনতাজকে সভাপতি ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন) প্রফেসর ডা. শাহ আবদুল লতিফকে সদস্য সচিব করে ৭-সদস্যের টেকনিক্যাল কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল ফ্যাকাল্টির ডিন ও ঢামেক ভাইস প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডা. ইসমাইল হোসেন, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) রেজিস্ট্রার ডা. জাহেদুল হক বসুনিয়া, বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএমসিএ) সভাপতি প্রফেসর ডা. মোয়াজ্জেম হোসেন এবং বিপিএমসিএ মহাসচিব ও কুমিল্লা ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. শাহ মো. সেলিম এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিব। সম্প্রতি স্বাস্থ্য হবে : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

হবে : ভর্তি করা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অধিদফতরে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে পরীক্ষা গ্রহণ না করে শুধু জিপিএর ভিত্তিতে ভর্তি করা, আসন সংখ্যার তিন থেকে চার গুণ শিক্ষার্থীর অতিরিক্ত পরীক্ষার্থীকে ভর্তির সুযোগ না দেয়ার প্রস্তাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন যুগান্তরসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হওয়ায় সারাদেশে আলোচনার ঝড় ওঠে। বিপিএমসিএর সভাপতি ওই সময় প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও রোববার বৈঠক শেষে এ প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, বৈঠকে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা শেষে যেসব সিদ্ধান্ত হয়েছে তাতে তারা খুবই সন্তুষ্ট। এদিকে পরীক্ষার বদলে শুধু জিপিএর ভিত্তিতে ভর্তির সিদ্ধান্তে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর মনোবল ভেঙে গেছে। বিশেষ করে গত বছর মেডিকেল কলেজে পরীক্ষা দিয়ে যারা ভর্তির সুযোগ পাননি তারা কোথাও ভর্তি না হয়ে ফের পরীক্ষা দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাদের আরও উস্কে দিচ্ছে কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের মালিকরা। দীর্ঘদিনের চলমান ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকায় নানা বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করছেন তারা। তবে জেলা কোটা সংরক্ষণের খবরে শিক্ষার্থীরা কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন বলে জানা গেছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বৈঠক : স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বনির্ধারিত বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সপেক্টর অব কলেজ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসিক সায়েন্স অনুষদের ডিন, বিসিপিএস সভাপতি, বিএমডিসির কোষাধ্যক্ষ ও সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষসহ ২৮ সদস্য উপস্থিত দেশের সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজের বর্তমান অবস্থা, আসন সংখ্যা, পরীক্ষা পদ্ধতিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলাপ-আলোচনা হয়।

সভায় উপস্থিত একাধিক সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে প্রথমেই ভর্তি পরীক্ষা না নেয়া প্রসঙ্গে একাধিক বক্তা বলেন, প্রায় তিন দশকের পুরনো পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে এ বছর নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। দিনকে দিন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগে দেশব্যাপী ব্যাঙের ছাতার মতো কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। পরীক্ষার্থীর নিশ্চিত মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি করে দেয়ার নাম করে জনপ্রতি ৩০-৪০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। কোচিং সেন্টারের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট চক্র গড়ে উঠেছে। এ চক্রের সদস্যের সঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদফতরের কেউ কেউ জড়িত বলেও সন্দেহ করা হয়। গত বছর প্রশ্নপত্র পাচারকালে অধিদফতরের প্রেসের এক কর্মচারী আটক হয়। অধিদফতর ছাড়াও প্রশ্নপত্র আনা-নেয়া কিংবা কেন্দ্র থেকে নানা প্রক্রিয়ায় মোবাইল ফোনে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার তথ্য ও অভিযোগ রয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল প্রখ্যাত নিউরোলজিস্ট প্রফেসর ডা. দীন মোহাম্মদ সম্প্রতি দিনাজপুরের একটি এলাকার শিক্ষার্থীদের অনেককে অধিক সংখ্যক ভর্তির সুযোগ পাওয়ার উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, শুনতে খারাপ শোনালেও তাদের অনেকেরই এ মেডিকেল কলেজে পড়ার যোগ্যতা নেই। অন্যদের মধ্যে কয়েকজন বক্তা বলেন, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা এ দুই পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষার্থীরা মোট ১৪০ ঘণ্টা পরীক্ষা দিয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে ১ ঘণ্টার একটি পরীক্ষায় তাদের মেধার মূল্যায়ন কতটুকু যুক্তিযুক্ত সে সম্পর্কে প্রশ্ন রাখেন। তদুপরি যদি সংঘবদ্ধ চক্রের নানা তৎপরতায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় সেক্ষেত্রে মেধাবীরা উল্টো ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

জানা গেছে, বিপিএমসিএর নেতারা শুরুর দিকে পরীক্ষা পদ্ধতির বদলে শুধু জিপিএর ভিত্তিতে ভর্তির বিরোধিতা করলেও সবার কথা শুনে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এ সময় তারা শহরে মেধাবী শিক্ষার্থী বেশি এ কারণে শহরের ছেলেমেয়েরা বেশি সুযোগ পাবে এমন কথা বললে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, সে কারণেই মেধার পাশাপাশি জেলা কোটা সংরক্ষণ করা হবে। এ সময় তিনি বলেন, জেলা কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তি হলে ভবিষ্যতে সে চিকিৎসক হয়ে নিজ এলাকায় কাজ করার জন্য উৎসাহী হবেন। শহরের ছেলেরা গ্রামে গিয়ে চাকরি করতে রাজি হয় না। স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক চিকিৎসা শিক্ষা ডা. শাহ আবদুল লতিফ জানান, শতকরা ২০ ভাগ জেলা কোটা পদ্ধতি আগেও ছিল এখনও থাকবে।

মেধা তালিকা প্রণয়নে কি পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে এ সম্পর্কিত আলোচনায় বলা হয় জিপিএ-৫ বলতে শতকরা ৮০ থেকে ৯৯ নম্বর পর্যন্ত বুঝায়। সেক্ষেত্রে কিভাবে মেধা তালিকা হবে এ প্রশ্নের জবাবে সফটওয়্যার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের ডেকে আনা হয়। তারা জানান, টেবিলটকের মাধ্যমে যে ফল দেয়া হয় সেখানে শুধু জিপিএর উল্লেখ থাকে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে কিভাবে এগুলো করা যায় সেগুলো টেকনিক্যাল কমিটি নির্ধারণ করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক চিকিৎসা শিক্ষা যুগান্তরকে বলেন, অনেক দিন ধরে একটি পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়া হলে তাতে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয়। এ কারণেই তারা পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনেছেন। তিনি জানান, প্রকৃত মেধাবীদের সুযোগ করে দিতেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।